বাহিরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন। চালের ফুটো বেয়ে কুয়াশা আশ্রয় করেছে ঘরে এসে।

লি-ফুন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে আবদুলের দিকে। ভাবে সাত বছর আগেকার যুবা আবদুলের কথা—আর আজকাল কঙ্কাল সার রোগা পাণ্ডুর আবদুলের কথা—তার চোখে জল ছেপে আসে।

আবদুলের শরীর নিস্পন্দ—হিম—লি-ফুন নিশ্বাস দেখে, ধীরে আবদুলের প্রান বায়ু বেরিয়ে গেল। লি-ফুনের গগন-ভেদী চিৎকার কত দুর পোঁছেছিল কে জানে? বস্তির অন্য সবাই এসে দেখলে নিস্পন্দ দেহ আবদুল এ জগতের দেনা পাওনা চুকিয়ে অন্য জগতে চলে গেচে, আর তার বুকের ওপর—লি-ফুন মূর্চ্ছিতা।

"জগৎ বিলাস শিকদারের মৃত্যুতে"

—চিত্তরঞ্জন। দ্বিতীয়-বর্ষ বিজ্ঞান-'গ' শাখা।

২৮শে জুন ১৯১১ খৃঃঅব্দে ভবানীপুরে জগৎ বিলাস শিকদারের জন্ম হয়। তাহার পিতা উকিল হরবিলাস শিকদার মহাশয়। সে পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং পিতা মাতার আদরের পুত্র। বাল্য কাল হইতেই জগৎ বিলাস পরিশ্রমী ও উৎসাহী হইয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ ও তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইল। তাহার পিতা সাউথ সুবারবন ভাল স্কুল বিবেচনা করিয়া তাহাকে সেই স্কুলে ভত্তি করাইয়া দিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ভাল ছেলে বলিয়া সে বিবেচিত হইল। সে ক্লাশ প্রমোশনে ভালই ফল করিত।

শরীর গঠন করিবার জন্য নিয়মিতরূপে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল। বন্ধু-বান্ধবদের ও ব্যায়াম চর্চ্চার কৌশল দেখাইয়া দিত। খেলার মাঠে তাহাকে নিয়মিত রূপে খেলিতে দেখা যাইত। অধিকাংশ খেলাই অল্প বিস্তর জানিত। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, এই ছিল তাহার দৈনিক কাজ। বয়স্কাউটে ভর্ত্তি হইয়া ক্যাপটেনের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়াছিল। পদ্য রচনা করিয়া সে একদিন বন্ধুদের নিকট তাহা পাঠ করে। সেই পদ্যটী এত ভাল হইয়াছিল, বন্ধু-বন্ধবেরা তাহাকে পদ্যরচনা করিতে উৎসাহী করিয়া তোলে। এই ভাবে স্কুলের জীবন অতিবাহিত করিয়া সে কলেজে পড়িতে আসিল।

বঙ্গবাসী কলেজ ভাল কলেজ বলিয়া বিজ্ঞান বিভাগে সে "গ" শাখায় ভর্ত্তি হইল। যে ছেলে মিশুক তাহার ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বেশি দেরী হয় না। অল্প অয়েক দিনের মধ্যেই সকল ছাত্রদের মধ্যে তাহার নামটী পরিচিত হইল।

গত বৎসর আমাদের প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের সহিত দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের খেলা হইল। সে খেলাতে জগৎ বিলাস গোল রক্ষকের স্থান পাইল। খেলার মাঠে বল ফিরাইবার কৌশল দেখিয়া সমস্ত ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ তাহাকে খুব প্রশংসা করিলেন। যেমন ক্রিকেট খেলায় তেমনি ফুটবল খেলায় সে ছিল একজন পাকা ওস্তাদ। নেহাৎ বেঁটে থাকায় কলেজের লীগে গোল রক্ষকের স্থান পায় নাই।

সে কিছুদিন পূর্ব্বে ভবানীপুর বয়স্কাউটের একটী শাখায় ক্যাপ-টেন নিযুক্ত হয়। যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার তাহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সে যোদ্ধার ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে চাহিয়াছিল। আর তাহার একটী প্রধান লক্ষ্য "এই পদদলিত দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে।"

রোগ যন্ত্রনায় তাহাকে খুব কমই ভুগিতে হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার জ্বর হয়। তাহার পিতা চিকিৎসক আনয়ন করাইলেন। চিকিৎসক বলিলেন যে টাইফরেড রোগ তাহাকে অক্রমণ করিয়াছে। তাহার পিতা সুবিবেচক চিকিৎসক আনয়ন করাইলেন ; কিন্তু ভগ-বানের কঠোর আহ্বানে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসকগণ রোগ হইতে তাহাকে আরোগ্য করিতে অক্ষম হইলেন। ১৯শে আগষ্ট তাহার এই শয্যা অন্তিম শয্যা হইল।

স্মরণ

রেজাউল্—সাহিত্যের প্রথমবর্ষ—

পথ রোধি এলে তুমি চমকিত ভাবে
হাসিয়া শুধালে মোরে "কোথা তুমি যাবে" ?
সহসা দাঁড়ানু আমি নিরুত্তর ছবি—
প্রকাশিল আকাশেতে অস্ত-হীন রবি,
কুসুম উঠিল হাসি মোর চারি পাশে
ফিরিয়া চলিনু আমি জীবনের আশে
করিতে বরণ তব দুটি আঁখি জল
ঝরিয়া পড়িল যাহা,ধরণীর তল।
বিদায় চাহিলে তুমি করি আনন্দিত
নির্ব্বাসিত ধরণীরে মোর পরিচিত।